সাতদিন

২১ মার্চ : রাজধানীর অবৈধ ট্রাভেল এজেন্সিগুলোতে পুলিশের অভিযান শুরু।
পুরান ঢাকার লালবাগ এলাকার একটি বাড়িতে র‍্যাব ১০ কোটি টাকার নকল পণ্য তৈরির যন্ত্র ও মালামাল উদ্ধার করে।
২২ মার্চ : খিলগাঁও ফ্লাইওভার যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত।
মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে 'সাফটা' বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠক শুরু।
২৩ মার্চ : চাঁদপুর, কুমিল্লা, মাদারীপুর, ফরিদপুর, যশোরসহ ২১টি জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত ফসলের ক্ষতি ও বিদ্যুৎ বিপর্যয়।
২৪ মার্চ : কিরগিজস্তানে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন। প্রেসিডেন্ট ভবন ও রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন স্টেশন বিক্ষোভকারীদের দখলে।
২৫ মার্চ : ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ৫ দিনব্যাপী তরুণ উৎসব।
সন্দেহভাজন আসামি ধরতে গিয়ে রাজশাহী পুলিশের বর্বর নির্যাতন।
২৬ মার্চ : আজ মহান স্বাধীনতা দিবস।
রায়পুরায় চরাঞ্চলে গ্রামবাসীর প্রহারে ৫ ডাকাত নিহত।
২৭ মার্চ : সন্ত্রাসী তান্ডবে সোনারগাঁয়ের দুই গ্রাম ধ্বংসস্তূপ।
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সভায় মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করার প্রস্তাবে। সংশোধনীতে অপরাধের ধরন অনুযায়ী জেল ও জরিমানা বাড়ানোর প্রস্তাব।

রাজনীতিতে জোট ও ভোটের হিসাব

দেশের রাজনীতির অঙ্গনে চলছে গুমোট ভাব। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু আলোচনার টেবিলে তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগ কার্যত এক দফার আন্দোলন থেকে পিছিয়ে এসেছে। তারা এই ইস্যুতেই বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে চায়। প্রভাবশালী দেশ ও দাতা সংস্থার সহানুভূতি পেতে চায়। অপরদিকে কূটনীতিক ও দাতা সংস্থার বিরুদ্ধে হুংকার ছেড়ে জোট পিছিয়ে এসেছে। গত এক মাসে সরকার ও বিরোধী দলের কারোরই রাজপথে জোরালো কর্মসূচি ছিল না। রাজনীতিতে চলছে নেপথ্যের হিসাব। আগামী নির্বাচনে ভোটের ও জোটের হিসাব। বৃহত্তর দেশগুলোর সহানুভূতি পাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা।

দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা এসেছে বৃহত্তর দেশ ও দাতা গোষ্ঠীর সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না। এ কারণে গত কয়েক বছর রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় সাংগঠনিক ভিতকে শক্তিশালী করার চেয়ে দাতাদের সঙ্গে অধিক সখ্য গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য দলের ভেতরের চৌকস নেতাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর অতি কূটনৈতিক নির্ভরশীলতাই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কূটনীতিকদের হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিয়েছে। কূটনৈতিকরা যখন যার পক্ষে কথা বলছে, তারা উল্লাস প্রকাশ করছে। তাদের কথা দলের বিপক্ষে গেলেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে।

নানা ইস্যুতে আন্দোলন করতে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী লীগ এখন হিসাব কষেই এগাচ্ছে। কার্যত ধীরে চলো নীতি নিয়েছে। হরতাল থেকে পিছিয়ে এসেছে। তবে একটি বৃহত্তর নির্বাচনী জোট গঠনের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মাসে তত্ত্বধায়ক সরকার পদ্ধতি সংশোধনী জন্য রাজনৈতিক ও পেশাজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করবে। আন্দোলনের কর্মসূচিও দিবে।

এদিকে কিবরিয়া হত্যার পর সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে বিএনপি কিছুটা বের হয়ে এসেছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তারা বেশ বিচলিত। দেশ পরিচালনায় যেন দিক হারিয়ে ফেলছে। রাজপথে আন্দোলন না থাকায় বিএনপি এখন খুজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। তবে রাজনীতি সবাই এখন ভোটের ও জোটের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। আগামীতে ভোটের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে চলবে রাজনীতি। জোটের ভাঙাগড়া চলবে।

আওয়ামী লীগ ১৪ দলের ভোট গঠনের পর জোটকে আরো সম্প্রসারণ করতে চাইছে। এরশাদের নেতৃত্বেও গঠিত হচ্ছে জোট। বিএনপি জোটকে ধরে রাখতে নানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির সমীকরণে এখন শুধু জোট ও ভোটের হিসাব।

তবে রাজনীতি সবাই এখন ভোটের ও জোটের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। আগামীতে ভোটের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে চলবে রাজনীতি। জোটের হিসেব। আওয়ামী লীগ ১৪ দলের জোট গঠনের পর জোটকে আরো সম্প্রসারণ করতে চাইছে। এরশাদের নেতৃত্বেও গঠিত হচ্ছে জোট। বিএনপি জোটকে ধরে রাখতে নানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির সমীকরণে এখন শুধু জোট ও ভোটের হিসাব

কন্ডোলিৎসা'র মন্তব্য এবং...

অনিরুদ্ধ ইসলাম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসের দিল্লি সফরকালে বাংলাদেশ সম্পর্কে করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক মহল ও সংবাদপত্রে সম্প্রতি বেশ হুলস্থুল বেধে গিয়েছিল। কন্ডোলিৎসা রাইস তার এ সফরকালে ভারতের প্রভাবাশালী পত্রিকা ইন্ডিয়া টুডে-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশকে একটি 'সমস্যাসংকুল দেশ' হিসেবে উল্লেখ করেন। ইন্ডিয়া টুডের প্রতিনিধির কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারে রাইস বলেন, বাংলাদেশ ক্রমেই সমস্যাসংকুল হয়ে উঠছে এবং সে বিষয়ে এ অঞ্চলে ভারতের সঙ্গে মিলে আরও কিছু করার আছে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ মন্তব্যকে সহজভাবে নেয়নি। বাংলাদেশের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র সচিব তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই রাইসের এ মন্তব্য সম্পর্কিত সংবাদপত্রের খবরকে 'মিডিয়া হাইপ' বা সংবাদপত্র কর্তৃক উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস বলে বর্ণনা করেন। সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কোনো মন্তব্য না করলেও তারা যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে খুশি নন সেটা বিভিন্নভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে সন্ত্রাসজনিত পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন দূতাবাসের উদ্বেগ প্রকাশ করে দেয়া সাম্প্রতিক এক বিবৃতি সম্পর্কে পরোক্ষ মন্তব্যে বলেন, আমেরিকা ও ইউরোপে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হয়।

সরকারের বাইরে বিরোধী রাজনৈতিক মহলে কন্ডোলিৎসা রাইসের এ মন্তব্য প্রবল কৌতূহল সৃষ্টি করে। তারা এটাকে জোট সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসনের অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন এবং ধারণা করেন ফলোআপ অ্যাকশনও সম্ভবত আসন্ন। অবশ্য ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস তাদের ঐ অতি উৎসাহে পানি ঢেলে দিয়ে বলেছে, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতকে সঙ্গে নিয়ে কিছু করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় তাদের জানা নেই। তবে তারা বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতিতে তাদের উদ্বেগের বিষয়টিও জানাতে ভোলেননি।

সরকার ও বিরোধী দলের বাইরে বামপন্থিদের একটি মহলও বিষয়টি নিয়ে সংবাদপত্রের কলামে হৈচৈ ফেলে দিয়েছে। এর অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন ফরহাদ মজহার। তিনি যুগান্তরে এক বিশাল লেখায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের বিষয় তুলে এনেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে এ দেশে মৌলবাদী চক্রের জঙ্গিবাদী তৎপরতাকে 'জেহাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা এবং তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বর্তমানে কি অবস্থায় এটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। ক্ষমতাসীন জোট সরকারের ক্ষমতায় বসার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিল বলে ওয়াকিবহাল মহল দাবি করে। বিরোধী দল থেকেও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, তিনি আমেরিকার কথামতো গ্যাস রপ্তানি করতে রাজি হননি বলেই তাকে নির্বাচনে হারতে হয়েছে।

এই প্রচলিত কথা ও অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার না করেও বলা যায়, জোট সরকারের কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যাবৎ সন্তুষ্টই ছিল। একটি মুসলিম দেশ হিসেবে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এখানে যে গণবিস্ফোরণ ঘটতে পারতো জোট সরকার তা হতে দেয়নি। বরং ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পক্ষেই পরোক্ষভাবে তাদের সমর্থন গেছে। বাংলাদেশে শিল্প ও অর্থনৈতিক খাতে সংস্কারের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের সংস্কার প্রস্তাব এ সরকার মেনে নিয়েছে কোনো প্রশ্ন না করেই। বাংলাদেশে মার্কিন নাগরিকদের কোনো প্রকার অপরাধের বিচার করা যাবে না বলেও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এ সরকার। সব শেষে জোট সরকার দেশের সামান্যতম স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে টিফা চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। কেবল তাই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস, তেল, বন্দরের অধিকারও তারা দিয়ে দিতে রাজি আছে। বাধা বামপন্থিদের নেতৃত্বে দেশবাসীর প্রতিরোধ। দেশে সুশাসনের অভাব ও দুর্নীতি যা আছে তাও মার্কিন প্রশাসন উপেক্ষার চোখেই দেখে। তাহলে হঠাৎ করে বাংলাদেশের প্রশ্নে মার্কিন প্রশাসনের এ ধরনের বিরূপ মনোভাব কেন?

এ মনোভাবের কারণ যে বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও তৎপরতা সেটা রাইসের বক্তব্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে রাইস তার মন্তব্যেও বেশ খোলাখুলি কথা বলেন। বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রতি উদ্বেগের কারণ ঘটেছে। ভারতও এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন। ভারত বাংলাদেশে মৌলবাদী উত্থানকে তাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বলে মনে করে। বিশেষ করে ভারত ও এর পূর্বের রাজ্যগুলোতে নাশকতামূলক তৎপরতা এবং জঙ্গিগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে ভারতের অভিযোগ বেশ পুরনো। ভারতের মাদ্রাসাগুলোতে বাংলাদেশের ইসলামী জঙ্গিদের যোগাযোগ, কাশ্মীরের জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্কও ভারতের উদ্বেগের কারণ। এ আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়ে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মিল ঘটেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে রণকৌশলগত মিত্রতা গড়ে তুলতে বিশেষ আগ্রহী এবং সে লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতে বিজেপি সরকার পতনের ফলে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিপত্তি ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটা কাটিয়ে উঠতে চায়। সে কারণেই কন্ডোলিৎসা রাইস ভারতের এ অঞ্চলে নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের উদ্বেগ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়েই বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের বিষয়টি দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে ভূমিকা নিয়েছে সেটা অনেকটা 'ডন কুইগাটে'র মতো। হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরানো বৈ কিছু নয়। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন জোট নানা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাঁধা।

তবে বাংলাদেশ সম্পর্কে কন্ডোলিৎসা রাইসের মন্তব্য দেশবাসীর জন্য চক্ষুউন্মীলক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যখন জামায়াতসহ ইসলামপন্থি দলগুলোকে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করছে, তখন আবার সেই প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশকে 'সমস্যাসংকুল' দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সে বিষয়ে 'আরও কিছু করা'র কথা বলছে। এ যেন 'সর্প হয়ে দংশন করা ওঝা হয়ে ঝাড়ার' অবস্থা। এ অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের মানুষকে যেমন একদিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মৌলবাদ প্রতিরোধ করতে হবে, তেমনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তাহলেই বাংলাদেশ একটি নিরাপদ দেশ হিসেবে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

ফলোআপ

ডিএফপিতে তোলপাড় মহাপরিচালক স্ট্যান্ড রিলিজ

সুমিত হক

গত সপ্তাহজুড়েই বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে (ডিএফপি) চলেছে তোলপাড়। মহা পরিচালকের স্ট্যান্ড রিলিজ আদেশ, একাধিক কর্মকর্তার বদলিসহ ঘটেছে বেশ কিছু চমকপ্রদ ঘটনা। একই সঙ্গে বহুল আলোচিত ডিএফপির বিজ্ঞাপন বন্টন বিকেন্দ্রীকরণে ইতিপূর্বে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্তও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে গত সপ্তাহ থেকেই।

ডিএফপি সূত্র জানায়, নানা অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি অভিযোগে মহাপরিচালক খোরশেদ আলমের বদলির নির্দেশ আসে গত ২২ ফেব্রুয়ারি। তাকে বদলি করা হয় শাস্তিমূলক বদলির দপ্তর হিসেবে পরিচিত জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে (নিমকো)। বদলির আদেশ আসার পরপরই তিনি এ আদেশ বাতিলের আবেদন করেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, খোরশেদ আলম সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে তার আবেদন জমা দেন ২৩ ফেব্রুয়ারি। এরপর থেকে তিনি ডিএফপিতেই অফিস করতে থাকেন। গত ৭ মার্চ ডিএফপির বিজ্ঞাপন কেলেঙ্কারি নিয়ে একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে ধারাবাহিক প্রতিবেদন শুরু হলে খোরশেদ আলমকে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ওই দিনই স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয় এবং ৮ মার্চ থেকে নিমকোতে যোগ দিতে বলা হয়। কিন্তু এই স্ট্যান্ড রিলিজ অর্ডার উপেক্ষা করে তিনি ৮ ও ৯ মার্চ দু'দিন ডিএফপিতে অফিস করেন। এ ধরনের ঘটনায় ডিএফপির কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও হতবাক হয়ে যান। জানা যায়, মহাপরিচালক তার অতিরিক্ত দুই দিন কাজের মেয়াদে তার সিন্ডিকেটের পত্রিকা আজকের প্রত্যাশার সার্কুলেশন ২৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার এবং দৈনিক আজকের জীবনের সার্কুলেশন ১৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার দেখিয়ে যান। যদিও এ দুটি পত্রিকা বাস্তবে ৫০০ কপিও ছাপা হয় না।

প্রায় এক বছর আগে সরকার ডিএফপির বিজ্ঞাপন বন্টন বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ নিজ নিজ সরকারি দপ্তর ডিএফপির মাধ্যম ছাড়াই নিজেরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে। এই সরকারি আদেশ চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট করে বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ। এ সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন ডিএফপির বিজ্ঞাপন সিন্ডিকেটের এক গ্রুপের নিয়ন্ত্রক হিসেবে পরিচিত ঢাকা-৪ থেকে নির্বাচিত সরকারি দলের সাংসদ সালাহউদ্দিন আহমেদ এমপি। গত ৮ মার্চ এই রিট খারিজ করে আদালত। ফলে সরকারি বিজ্ঞাপন ডিএফপি থেকে বিকেন্দ্রীকরণের সরকারি আদেশ বহাল থাকে। সচেতন মহল মনে করে, সরকারি এই আদেশ বহাল থাকার ফলে ডিএফপির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার হর্তাকর্তাদের যোগসাজশে গড়ে ওঠা বিজ্ঞাপন সিন্ডিকেট থাকবে না এবং সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাওয়াও বন্ধ হবে। ফলে থেমে নেই ডিএফপির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার হর্তাকর্তারা। তারা আবারও এ আদেশ চ্যালেঞ্জ করে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এজন্য ১৭ জন আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা মালিকের একটি জোট প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ব্যাপারে ডিএফপির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারাও তাদের নানাভাবে সহায়তা করছে। বিশেষত, এনামুল কবীর নামে ডিএফপির এক উপ-পরিচালক বিষয়টি নিয়ে দিনরাত ছোটাছুটি করছেন বলে জানা গেছে। ডিএফপিতে বসেই তিনি ওই ১৭ জন মালিকের সিন্ডিকেটের সঙ্গে দিনে দু-তিনবার করে বৈঠক করছেন। জানা গেছে, মহাপরিচালক খোরশেদ আলমের সময় এই এনামুল কবীরই কার্যত ডিএফপির ডিজি ছিলেন। পত্রিকা থেকে কেউ ফোন করলে তিনিই ডিজির পক্ষে কথা বলতেন। পরিচালক বাদ দিয়ে উপ-পরিচালক এনামুল কবীর আর মহাপরিচালক খোরশেদ আলমের স্বাক্ষরেই সব কাজ সম্পন্ন করা হতো সরকারি নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে। এ ছাড়া সরকারি নিয়ম সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে এই এনামুল কবীর আর খোরশেদ আলম ডিএফপিতে ৫টি টেন্ডার কমিটির মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ডিএফপিতে 'ডেঞ্জারাস' হিসেবে পরিচিত এনামুল কবীরের বিরুদ্ধে একাধিকবার দুর্নীতি,

সন্ধানীর প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক ২০০০ ম্যাগাজিনের ১৮ মার্চ ২০০৫, বর্ষ-৭, সংখ্যা ৪৩-এ প্রকাশিত 'সন্ধানী হাসপাতাল টেন্ডার জটিলতা' শীর্ষক বিভ্রান্তিকর সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদক এ প্রতিবেদনে যে তথ্য দিয়েছেন তা সঠিক নয়। সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি পরস্পরের সহযোগী সংগঠন এবং কোনো অবস্থাতেই সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের অঙ্গ সংগঠন নয়।

প্রতিবেদনে সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির সভাপতির নাম ডা. এইচ কবির উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি ভবন নির্মাণে বিলম্বের কারণ হিসেবে অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার কথা বলেছেন। সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির সভাপতি দেশের একজন খ্যাতনামা শৈল্যচিকিৎসক। তার নাম অধ্যাপক ডা. সি এইচ কবির। ভুলভাবে নাম উল্লেখ করায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেদক যেনতেন প্রকারে সন্ধানীর ইমেজ নষ্ট করার জন্য এই প্রতিবেদন রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক কবির কোনো অবস্থাতেই অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা বলেননি।

সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Amicus Properties দ্বারা 'সন্ধানী ভবন'-এর নকশা, ডিজিটাল সার্ভে এবং Soil Test করানো হয়েছে।

সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির সদস্য ডা. রাকিবের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই প্রভাবশালী সদস্য চান যে, ভবন নির্মাণের কাজ এমিকাস বিল্ডার্স পাক। প্রকৃতপক্ষে সন্ধানী বা সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির কোনো প্রভাবশালী সদস্য নেই। কোনো এক বা একাধিক সদস্যের ইচ্ছায় সন্ধানী বা সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রেওয়াজ নেই এবং সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিবেদনের দাবি অনুযায়ী ডা. রাকিব এমিকাসের মালিক নন। তিনি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের গণযোগাযোগ সম্পাদক।

সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সব সদস্য স্বেচ্ছাসেবী কর্মী। তারা সবাই জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের মধ্যে কোনো প্রকার মতবিরোধ নেই।

আমরা আরো বিশ্বাস করি, আমাদের এই বক্তব্যের পরেই বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং আমাদের সংগঠন সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির আর কোনো অপচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

মোঃ আনারুল ইসলাম আনার
সভাপতি, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ

অনিয়ম, নিয়োগ কেলেঙ্কারি, সরকারি গাড়ির অপব্যবহার প্রভৃতি অভিযোগ উঠেছে। অসংখ্যবার তার বিরুদ্ধে কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন নানা অনিয়মের প্রতিবাদে। কিন্তু তারপরও তিনি রহস্যজনকভাবে বহাল তবিয়তে আছেন। গত ৮ মার্চ এনামুল কবীরসহ ডিএফপির বেশ কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা সম্পর্কে বেশ কিছু অনিয়মের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশ হয় একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে অভিযোগ সম্পর্কে এনামুল কবীরের বক্তব্যও ছাপা হয়। তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সবগুলো অভিযোগ অস্বীকার করে ভুয়া বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই প্রতিবেদন প্রকাশের দিনেই তিনি বহুল প্রচারিত ওই দৈনিকে ফোন করে প্রতিবেদককে হুমকি দেন। ওই দৈনিকে ৯ মার্চ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এনামুল কবীর ফোনে হুমকি দিয়ে বলেন, 'আমার নাম এনামুল কবীর, আমার সম্পর্কে তোদের জানা নেই। আমার বিরুদ্ধে লেখার মজা বুঝায়ে দেব। আমার সম্পর্কে কোনো রিপোর্টার জানলে আমার বিরুদ্ধে লেখার সাহস কখনই পেতো না।' তার এ ধরনের ঔদ্ধত্য দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কে এই এনামুল কবীর? তার সম্পর্কে কি জানলে তাকে ভয় পেতে হবে?

চিফ হুইপের প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪২ (১১ মার্চ ০৫) প্রকাশিত 'পবন কাহিনী, মূল বিষয় মাদক ব্যবসা' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। জাতীয় সংসদের নিজস্ব প্যাডে গত ১৪ মার্চ স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রে তিনি বলেছেন, 'প্রকাশিত সংবাদের এক অংশে উল্লেখ করা হয় যে, 'মাত্র ৪ টাকার জন্য ৫ রাউন্ড গুলি খরচ করে শেষ পর্যন্ত জেলহাজতে গেছে জাতীয় সংসদের চিফ হইপের কনিষ্ঠ পুত্র পবন'। এটা সত্য যে, পবন জেলহাজতে ছিল। 'গুলি করার জন্যে নয়, গুলি করার তথাকথিত মিথ্যা অভিযোগে দায়েরকৃত বিচারাধীন মামলায়। যে মামলায় পবন এফআইআরভুক্ত আসামি নয়। কোর্ট হতে উক্ত মামলার জামিনে মুক্তির আদেশের পর পবনকে বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ডিটেনশনে রাখা হয়েছে। বর্ণিত রিপোর্ট হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও প্রিজুডিশিয়াল। আর 'তবে বিভিন্ন মহলের চাপের মুখে এজাহারে পবনের নাম উল্লেখ করা হয়নি' এ তথ্যটিও বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রকাশিত সংবাদে ২০০০ সালের এক মামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত ষড়যন্ত্রমূলক ও বানোয়াট মামলায় পবন বেকসুর খালাস পায় সে কথা উদ্দেশ্যমূলকভাবে গোপন করা হয়েছে। 'অবৈধ আয়ের উৎস' নামীয় সাব-হেডিংয়ে মাদক ব্যবসায়ের যে আক্ষরিক দীর্ঘ বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং পরিচালিত ব্যবসার মূল নায়ক হিসেবে উল্লিখিত রিপোর্ট স্বব্যাখ্যায়িত এবং রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা অবলীলাক্রমে গাঁজাখুরি গল্পই বটে।

সংবাদের শেষ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত খুনের মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়া আসামিদের বন্ধু ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পবনকে চিহ্নিত করার যে হীন উদ্দেশ্য রিপোর্টিংয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

হুমকি দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চান, তার কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড পেশি ক্ষমতা আছে? কারণ এভাবে হুমকি, পেশিশক্তির দাপট সন্ত্রাসী-মাস্তানরাই দেখিয়ে থাকে। একজন সরকারি কর্মকর্তার এ ধরনের হুমকি তার কান্ডজ্ঞানহীনতা যেমন প্রমাণ করে, অন্যদিকে তার এ ধরনের দায়িত্বশীল পদে থাকার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো তদন্ত হলে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বের হয়ে আসতে পারে বলে ডিএফপির একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর সহকারী পরিচালক ফিরোজা খাতুনকে বিজ্ঞাপন শাখা থেকে চলচ্চিত্র শাখায় বদলি করা হয়েছে বলে সূত্র জানায়। তবে ৭ মার্চ তার বদলির আদেশ জারি হলেও তিনি ৯ মার্চ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন শাখায় কাজ করেন বলে জানা যায়।

সচেতন মানুষ ডিএফপির বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে করেন, সরকারের বিজ্ঞাপন বিকেন্দ্রীকরণের সরকারি আদেশ কার্যকর থাকা উচিত। একই সঙ্গে ডিএফপির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত। দেশবাসীকে জানানো উচিত, এই কর্মকর্তারা আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার ব্যবসায় মদদ দিয়ে কি পরিমাণ সরকারি অর্থ লুটপাট করেছে। সেই সঙ্গে তথাকথিত আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোর অপতৎপরতা বন্ধেও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

চিকিৎসার জন্য দোয়া ও সাহায্য প্রার্থী

চার সন্তানের জননী মিসেস মমতাজ বেগম চার বছর ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ভারতে নিতে হবে। সুস্থ জীবনে ফিরে আসার জন্য তিনি সবার দোয়া ও সহযোগিতা চেয়েছেন। যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে চান তারা নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন : সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর : **১৩৪০০০১৪৮৩৯**, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখা, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ফোন : ৯৫৭১১০০, ৯৫৭১২৫৪; ই-মেইল : sibl@bdonline.com